দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 03 APR 2016
পৃষ্ঠা ৭ ৫ কলাম ৬

১৮ বছরেও এমপিওভুক্ত হয়নি দাকোপের আট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

■ বিধান চন্দ্র ঘোষ, দাকোপ (খুলনা) সংবাদদাতা

দাকোপ উপজেলার ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ ১৮ বছরেও এমপিওভুক্ত হয়নি। এছাড়া ৮টি জুনিয়র এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের দেড় শতাধিক শিক্ষক-কর্মচারী পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস ও এলাকাবাসী জানায়, উপজেলায় ৪৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৫টি কলেজ এবং ৫টি দাখিল মাদ্রাসা রয়েছে। এর মধ্যে ৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় জুনিয়র এমপিওভুক্ত হলেও একটি করে কলেজ ও মাদ্রাসাসহ ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহুবার আবেদন নিবেদন ও আন্দোলন করেও দীর্ঘ ১৮ বছরেও এমপিওভুক্ত হয়নি। এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি সরকারিভাবে কোনো ভবন। ফলে শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয়ায় জুনিয়র এমপিওভুক্তর ৩০ জনসহ এসব প্রতিষ্ঠানের দেড় শতাধিক শিক্ষক-কর্মচারী পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করে চলেছে। এলাকার বিদ্যানুরাগী ও সমাজ সচেতন ব্যক্তিরা শিক্ষার প্রসারে নিজ উদ্যোগে এলাকায় স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন। কিন্তু সকল শর্ত পূরণ করে সুনামের সঙ্গে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে ভালো ফলাফল অর্জন করে আসলেও এমপিওভুক্ত হয়নি এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলো নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে ভবিষ্যৎ হুমকিতে পড়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিনের টিনসেডের ঘরগুলোও বেহাল অবস্থায় পরিণত হয়েছে।

এছাড়া সংস্কারের অভাবে মরিচা পড়া ছাউনির টিন ভেঙে বর্ষাকালে পানি পড়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানও ব্যাহত হচ্ছে। এমনকি শ্রেণিকক্ষ সংকটের কারণে বর্তমানে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের মাঠে গাছতলায় পাঠদান চলছে। এ সংকট নিরসন না হলে এসব প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণিতে অধ্যয়নরত প্রায় ১৪শ' শিক্ষার্থীর পাঠদানের কাজটিও মুখ থুবড়ে পড়বে বলে আশংকা করা হচ্ছে। এমপিওভুক্ত না হওয়ায় অনেকে জীবিকা নির্বাহের তাগিদে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন। যার কারণে ইতিমধ্যে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে এসব প্রতিষ্ঠান। এগুলো হলো আমতলা বানীশান্তা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, তালুকদার আক্তার ফারুক মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কামারখোলা ইউনিয়ন নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পশ্চিম কামনিবাসিয়া রাসখোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, তিলডাঙ্গা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রামনগর ধোপাদী দাকোপ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চালনা মহিলা কলেজ ও জয়নগর দাখিল মাদ্রাসা। এছাড়া জুনিয়র এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়গুলো হলো সুন্দরবন আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পানখালী মমতাজ বেগম মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শহীদ স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়, সোনার বাংলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পশ্চিম বাজুয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, তিলডাঙ্গা বালিকা বিদ্যালয়, জেপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং আবুল হোসেন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়।

তালুকদার আক্তার ফারুক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তপন কুমার মণ্ডল বলেন, ২০০০ সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সকল শর্ত পূরণ করে সুনামের সঙ্গে বিনা বেতনে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে ভালো ফলাফল অর্জন করে আসলেও বহুবার আবেদন করেও বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত হয়নি। বর্তমানে শ্রেণিকক্ষ সংকটের কারণে বিদ্যালয়ের মাঠে গাছতলায় ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান করছি।